দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 MAR 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

৫

শিক্ষাঙ্গনে

৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা

দেশের প্রচলিত ধারণানুযায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শিক্ষিতের তালিকায় ধরা হয়ে থাকে। সংসারযাত্রা নির্বাহে স্বাভাবিক হিসাব-নিকাশসহ প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লিখতে ও পড়তে পারা, বাংলা সংবাদপত্র পড়া ও তার মর্মোদ্ধার করতে পারাই শিক্ষিতের মাপকাঠি। বস্তুতঃ প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষালাভের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমার জ্ঞান মাত্র। ফলে, বর্তমানে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আদৌ তার প্রাত্যহিক জীবনের উক্ত কার্যাবলী, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে সমাধা করতে পারে না। কেননা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিত্য-নতুন ও জটিল কর্মপ্রবাহের আওতাধীনে তার ব্যক্তি ও সমাজ জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় বিধায় উদ্ভূত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাকে হিমশিম খেতে হয়। একজন নাগরিকের চিন্তা, চেতনা ও কর্মকাণ্ড যেহেতু পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও তার বাস্তবায়নে প্রভাব বিস্তার করে, সেহেতু আমি মনে করি, ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত নয়, কমপক্ষে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত একজন সাধারণ নাগরিকের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থাকা অতীব জরুরী।

তাই আমি মনে করি, বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি ছেলেমেয়ে সবারই জন্য নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে অর্থাৎ ৮ম শ্রেণী বা জুনিয়র লেভেল পর্যন্ত বিনামূল্যে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এই প্রসংগে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রতি ইউনিয়নে একটি বা ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করে উহা 'ফ্রি' ঘোষণা করা এবং এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জুনিয়র হাই স্কুলে উন্নীত করার ব্যবস্থা গ্রহণকরতঃ ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষালাভ বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা যেতে পারে।

শিক্ষাই যদি জাতির মেরুদণ্ড এবং ব্যক্তি, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় উন্নতির মানদণ্ড হিসেবে কর্তৃপক্ষ হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন, তাহলে কমপক্ষে সকল নাগরিককে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত নয়, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষিত করবার দায়িত্ব জাতীয় কল্যাণেই সরকারকে বহন করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বিষয়টি বিশেষভাবে ভেবে দেখতে সানুনয় আবেদন করছি।

—মাঃ আব্দুর রাজ্জাক।